রোশেনারা : মুক্তিযুদ্ধের এক মিথ

অমি রহমান

শুদ্ধ উচ্চারণে রওশন আরাই হয়। গ্রাম -বাংলায় তা রোশেনারা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ কালে এই রোশেনারাই ছিল ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার এক অসম্ভব ভালোলাগা প্রত্যয়ের নাম। রোশেনারাকে বোন ভেবে গর্বে বুক ফুলে উঠত তাদের। শরণার্থী শিবিরগুলোতেও তাই।

কে এই রোশেনারা? রোশেনারা মুক্তিযুদ্ধকালে এই বাংলার প্রতিটি নারী। আমাদেরই বোন। যুদ্ধকালে যে পাল্টা আঘাতকেই মেনেছে শ্রেষ্ঠ রক্ষণ বলে। প্রাণ দেবো সম্মান দেবোনা। রোশেনারা আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল পাকহানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক বহরে। বুকে মাইন বেধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'জয় বাংলা' বলে। মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা রোশেনারা সেই থেকে কবির কবিতায়, গায়কের গানে, যোদ্ধাদের প্রাণে । রোশেনারা কল্পনার নারী, তবুও কল্পনা নয়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার প্রতিটি নারীই ছিলেন রোশেনারা।

বিজয়ের মাসে রোশেনারাদের সশ্রদ্ধ লালসালাম।

রোশেনারাকে নিয়ে গান ও কবিতা

গান এখানে

http://www.esnips.com/doc/aef90195-b1cc-47fe-abc8-7ae7c9864827/Rowshon-1971

একটি মেয়ের মৃত্যু / প্রীতীশ নন্দী

রোশেনারা মারা গেছে, মনে রেখো।

নদীর মেয়ে রোশেনারা, প্রতিহিংসার সূর্য আমাদের, রাত্রির স্তরের ওপর তুষারীভূত দুটো চোখ- রোশেনারার শান্ত চোখদুটোর কথা মনে করো- এরপরও যদি তুমি হিংসার প্রসঙ্গ তোল তবে আমি তোমাকে ওর চূর্ণ বিচূর্ণ বাহুদুটোর উচ্চারিত ভয়ঙ্কর প্রশ্নটির দিকেই দেখিয়ে দেব।

আর তারপর ইবলিস যদি তোমার পথ প্রদর্শক হয় তবে আমি সেই নীল নিঃস্তব্ধতার দিকেই তোমাকে এগিয়ে যেতে বলব যা রাত্রির কামনা নিয়ে জ্বলতে থাকে যখন লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাভ রক্তগোলাপ ওর চোখের সামনেই ঝরে যায়।

মনে রেখো আজ রাতে রোশেনারা মারা গেছে
আর নিজেরা চোখ দুটোই ওর সেই নীরবতা পালন করছে।

দূরের গ্রামগুলো যখন বন্দুকের আওয়াজে শব্দিত হয়ে উঠবে, ওর খোঁপায় গোঁজা অঙ্গারীভূত লাইলাক ফুলটা রাতের জাফরিতে বুনে দেবে সাহস। সময়ের সেনানী-সবুজ রূপকথাগুলো রোশেনারার বরণ করা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করবে না আর।

একটি ট্যাঙ্ক একটা জীবনের সমান : হ্যাঁ রোশেনারা ওই দাম ওর। গ্রীষ্মের মূল্য ও শতলক্ষ নিহতের, পর্বতপ্রমাণ ধর্ষণ আর শঙ্খ চিলের মৃত্যুর

আর যদিও সাতটি রাত্রির পৈশাচিক ভীষণতা জুড়ে প্রাচীনতম নদীটি জ্বলছে - ভস্মীভূত বৃক্ষ আর নাপাম বোমাহত পাখিটা নীরবে অপেক্ষামান , যদিও তোমার অন্তহীন প্রশ্নগুলো চুয়াডাঙার জনহীন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে , পাবনা মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা, সিলেট প্রাণহীন আর চট্টগ্রাম হলুদ-নদীর অপরপারে অপেক্ষামান -

তবু মনে রেখো, রোশেনারা মারা গেছে
আর তার মৃত্যুই চূড়ান্ত ।
****

রোশেনারা / সামসুল হক

তোমার বয়স কতো, আঠারো উনিশ?
মুখশ্রী কেমন? রঙ চোখ চুল কী রকম? চলার ভঙ্গিমা ?
ছিল কি বাগান, আর তোমার মল্লিকা বনে ধরেছিল কলি?
ছিলে তুমি কারো প্রতিমা ?
জানি না।

না, জানি।
পৃথিবীর সব মাস সব দিন তোমার হাতের মধ্যে এসে গিয়েছিল,
দুপুরের মতো মুখ, রৌদ্রদগ্ধ চোখ, পায়ে চৈত্রের বাতাস,
তোমার বাগানে-
কলোনি স্বদেশে - ধরেছিল সাড়ে সাত কোটি মল্লিকার কলি,
তুমি ছিলে মুক্তির প্রতিমা ।

ওই বুকে মাইন বেঁধে বলেছিলে- জয় বাংলা-
মানুষের স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক,
ট্যাঙ্কের ওপর ঝাঁপ দিতে দিতে বলেছিলে-
বর্বরতা এইভাবে মুছে যাক, ধ্বংস হোক সভ্যতার কীট।
অনতিমবারেরমতো পথিকেরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশে উঠেছে ধ্রুবতারা -
ধ্রুবতারা হয়ে গেছে মুক্তির জননী রোশেনারা।